~ মুক্তধারা ~

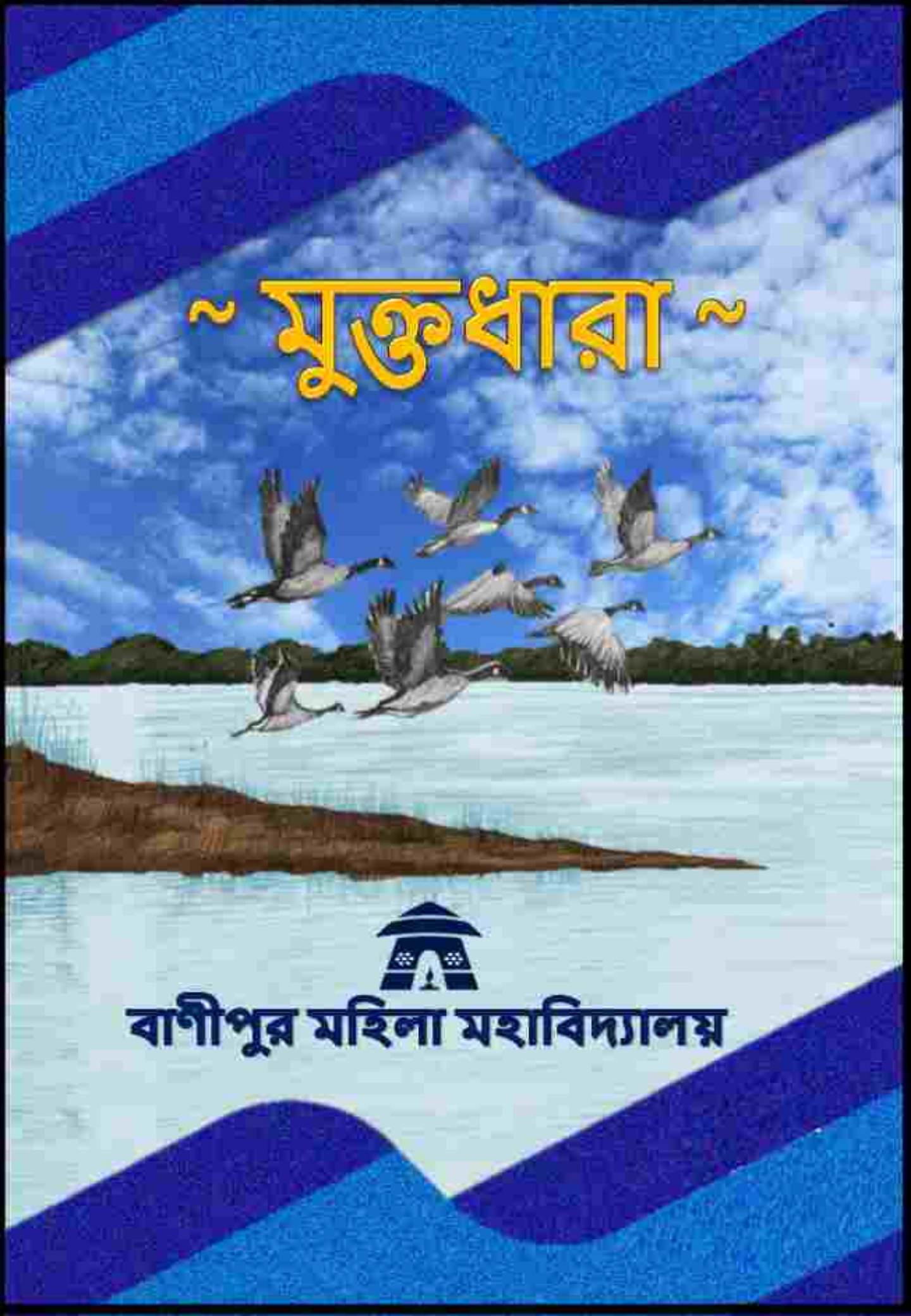

বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

~ 'পর্ব -১' ~

সূচিপত্র

Message from The Principal's Desk..... ১

সম্পাদকীয় ২

Acknowledgement..... ৩

সত্যজিৎ রায়:এক বিস্ময়কর প্রতিভা। ... ড.বিদিশা ঘোষ দস্তিদার ৪

যুদ্ধ শেষে সেরে ওঠার লড়াই। .....নেহা দাস ৬

The New Normal. .....মহুয়া বসু ৮

বৃদ্ধাশ্রম। .....তনিমা রায় ৯

অগ্রগতির গতি। ..... নন্দিনী হালদার ১১

দার্জিলিং-এর পথে।..... পিয়ালি আইচ ১৩

Hope . ..... তপন কুমার ঘোষ ১৫

বিশ্বায়ন। .....সেরিনা খাতুন ১৬

সৈনিক। .....সুস্মিতা সমাদ্দার ১৭

ধ্বংস। .....ডলি সেন ১৮

Covid-19। .....টিনা দাস ২০

চিত্রসূচি

প্রচ্ছদ - অঙ্কিতা মজুমদার

রিম্পা মন্ডল ৬

অর্পিতা কংসবণিক ১০

প্রিয়া দাস ১০

তনু পাল ১৩

ঐন্দ্রিলা রায় ১৮

তন্বী সাহা ২০

Message from The Principal's Desk

It is a privilege and pleasure to write something for the students in an absolutely new medium, the e magazine. The world is now passing through a very difficult phase. The Covid-19 disease, and the situation created due to that is really horrific. The people are compelled to stay indoors, all Educational institutions are shut down for months, transport systems are disrupted and the most important thing _ lots of people had lost their jobs. Every day we come across the news of either feeling ill due to Covid-19 or death due to it about our near and dear ones. Our college students are the most precious objects for us, for whom we dedicate ourselves to make a bright and beautiful future for them. We are practicing physical distancing, but we are connected with our students through online classes, Webinars organised by both teachers and students and many more activities which make them creative and happy. Our college publishes ***'MUKTADHARA '***, the literary magazine of the college which represents the thoughts and dreams of our students. This year we did not stop from publishing our magazine, we had just changed the way. We have arranged to publish the magazine in electronic media and our team worked hard to make it done. I am thankful to all my teaching and non teaching staffs for their cooperation and help. The magazine will come in three parts to you as that is the demand of the new medium. Amidst all odds, we stand strong and wish every success for our students.

Thanking You
Dr. Bidisha Ghosh Dastidar
Principal
Banipur Mahila Mahavidyalaya

~ সম্পাদকীয় ~

Covid-19 এর নারকীয় তাণ্ডবে আজ যখন সমগ্র বিশ্ব প্রায় অবরুদ্ধ, গোটা দেশ গৃহবন্দি তখনও যে গতি অনবরুদ্ধ তা হল বাঙালির সৃজনশীল হৃদয়াবেগ। সেই অদম্য, দুর্বার হৃদয়াবেগের একটি ফল্গু শাখাস্রোত বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অন্তরেও প্রবহমান। করোনা আতঙ্ক আমাদের শরীরকে বন্দি করলেও মনকে বন্দি করতে অক্ষম। তাই ২০২০-র এই দুঃসময়েও আমাদের সাহিত্যপত্র 'মুক্তধারা' বৈদ্যুতিন মাধ্যমে নবরূপে প্রকাশিত। নবরূপে প্রবাহিত এই 'মুক্তধারা' কখনও তুলির টানে, কখনও শব্দচিত্রে প্রকাশ করেছে কোভিড আতঙ্ক থেকে মুক্তির বার্তা, উমফানের বিধ্বংসী চিত্র, বৃদ্ধাশ্রমের জীবন যন্ত্রণা, লকডাউনে মাতৃহারা পথশিশুর আর্তনাদ, কোভিড যোদ্ধাদের সংগ্রাম চিত্র কিম্বা দার্জিলিং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নারী জীবনের সাফল্য, ব্যর্থতাসহ আরও নানা কথা। এই কোভিড ক্রান্তিকালে সকল কোভিড যোদ্ধাদের স্মরণ করেই 'মুক্তধারা'র আত্মপ্রকাশ। যাঁদের অনাবিল সহযোগিতায় এবং উৎসাহে 'মুক্তধারা' আজও প্রবহমান তাঁদের মধ্যে প্রথমেই স্মরণ করতে হয় বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা ড.বিদিশা ঘোষ দস্তিদার মহাশয়া এবং অভ্যন্তরীণ ঔৎকর্ষ নির্ধারণ কোষের আহ্বায়ক শ্রীমতি মহুয়া বসু মহাশয়াকে। এছাড়া পত্রিকা নির্মাণে সাহায্যকারী সকল লেখক,লেখিকা, যন্ত্রবিদ এবং আমার অগ্রজ ও অনুজদের সম্মান জানিয়ে এবং এই পত্রিকার প্রতিটি পাঠককে পাঠদানের আন্তরিক আহ্বান জানিয়ে 'মুক্তধারা'র সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

ড. চন্দ্রাণী মুখার্জী।
সহকারী অধ্যাপিকা।
বাংলা বিভাগ,বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়।

ACKNOWLEDGEMENT

We are thankful to our –

- **GOVERNING BODY MEMBERS**

- **President** - Sri Prabodh Sarkar (Government Nominee)
- **Secretary**- Dr.Bidisha Ghosh Dastidar,Principal
- Sri Nilimesh Das. (Government Nominee)
- Dr. Ashok Mondal. (University Nominee)
- Dr. Mohini Mohan Sardar. (University Nominee)
- Smt. Chaitali Bhattacharya. (University Nominee)
- Ms. Rima Kanjilal.(Teachers' Representative)
- Dr. Sumana Gupta. (Teachers' Representative)
- Ms. Mahua Basu (Teachers' Representative)
- Mr. Ashok Mistry. (Teachers' Representative)
- Mr. Sutirtha Basak. (Non-Teaching Representative)
- Mr. Srabanta Biswas. (Non-Teaching Representative)
- Students' Representative (Vacant)

- **E-ZINE COMMITTEE MEMBERS**

- Dr. Chandrani Mukherjee
- Mr. Bikram Ghosh.
- Ms. Saumita Ghosh
- Ms. Rituparna Das.
- Ms. Dipsikha Banerjee.
- Ms. Deblina Chatterjee .
- Ms. Amrita Roy Chowdhury.
- Ms. Joyeeta Singha

We are thankful to our students, teaching and non-teaching staff of the college.

সত্যজিত রায়:এক বিস্ময়কর প্রতিভা

এক বিরল ও বিস্ময়কর প্রতিভার নাম সত্যজিত রায় ।তিনি বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার ।তাঁর সৃষ্ট চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে অনেক গুলির ই কাহিনী চিত্রনাট্য ও সঙ্গীত তাঁর নিজের তৈরি ।বস্তুত,পৃথিবী তাঁকে চলচ্চিত্র পরিচালক রূপে চিনলেও,আপামর বাঙালী তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আরো অনেকগুলি আশ্চর্য ও বিচিত্র বিচ্ছুরণ এর সাক্ষী ।উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরি ও সুকুমার রায়ের উত্তরাধিকার ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে,ছিল লেখায়,রেখায়,গান ও বাজনায় বিদ্যা ও সামাজিক সুচেতনায় ঋদ্ধ এক বৃহত্তর পারিবারিক পরিমণ্ডল ।তাঁর পিতার মাতামহী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় ভারত তথা এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট এবং উপাধিধারী চিকিত্সক।বঙ্গভাষায় শিশু সাহিত্যের উত্সমুখটি অনর্গল হয়েছে যাঁদের হাত ধরে, উপেন্দ্রকিশোর ,সুকুমার এবং এই পরিবারেরই অন্যান্য সদস্য সুখলতা,পুণ্যলতা,লীলা মজুমদার তাঁদের মধ্যে উজ্জ্বলতম ।শিশু কিশোর পাঠ্য পত্রিকা সন্দেশ এর প্রতিটি সংখ্যা সেই অনাবিল অথচ গভীর ও সমৃদ্ধ এক মনন তৈরি করার কাজে ব্রতী , সেই কোন যুগ থেকে ।সুকুমার রায় ও সুপ্রভা দেবীর একমাত্র সন্তান সত্যজিত রায় জন্মেছিলেন কলকাতায় ২মে,১৯২১সালে। বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন,প্রেসিডেনসি কলেজ থেকে সাম্মানিক স্নাতক

রূপে প্রথাগত শিক্ষা সমাপন করে তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনে শিক্ষা শুরু করলেন,মায়ের একান্ত ইচ্ছেয়।মাত্র আড়াই বছর বয়সে পিতৃহীন সত্যজিতের জীবনে মায়ের ভূমিকা ছিল দিঙ্নির্ণয়ী ধ্রুবতারার মতো।কলাভবনের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই অবশ্য তিনি চাকরি পেলেন,বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি .জে.কিমার এ। সেটা ১৯৪৩ সাল।চাকরি সূত্রে বিভিন্ন বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করতে হতো তাঁকে ।সেই অসাধারণ ও নূতন ধরনের চিত্র রচনা ও অক্ষর বিন্যাসের আঙ্গিক মানুষকে একেবারে চমকে দিল।অলংকরণ ও প্রচ্ছদ রচনার জন্য এই সময়ে অনেক পুরস্কার পান তিনি।কয়েকটি চিত্রনাট্য ও রচনা করেন,ইংরেজি গল্প অ্যাবস্ট্রাকশন যা তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা,সেটি প্রকাশ পায় এবং ১৯৪৯ সালে তিনি বিজয়া রায় এর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন ।১৯৫৫ সালে তাঁর পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' মুক্তি পেল।কলকাতার বিদগ্ধ মহলে একেবারে সাড়া পড়ে গেল। কান চলচ্চিত্র উত্সবে পথের পাঁচালী সেরা ছবির শিরোপা লাভ করল।এর পর শুধু ই জয়ের আখ্যান ।

তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্র গুলির মধ্যে উল্লেখ যোগ্য 'অপু ট্রিলজি','মহানগর','প্রতিদ্বন্দ্বী','গুপি গাইন বাঘা বাইন','নায়ক','শতরঞ্জ কে খিলাড়ি','অশনি সংকেত','গণশত্রু','সোনার কেল্লা' ইত্যাদি ।তিনি শিশু ও কিশোর সাহিত্য যেমন রচনা করেছেন তেমনি ' জন্য ছবি ও তৈরি করেছেন।'প্রফেসর শঙ্কু','ফেলুদা','জটায়ু','তোপসে' এই চরিত্রগুলি বাংলার শিশু ও কিশোর দের একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে গেছে।এই অনবদ্য সৃষ্টিশীল বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটি অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন ।তার মধ্যে 'ভারতরত্ন','লিজিয়ন অফ অনার'(ফ্রান্স) বিশেষ অস্কার পুরস্কার বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।এছাড়া বিদ্যাসাগর ও আনন্দ পুরস্কার এবং অত্যন্ত সম্মান জনক ভেনিস চলচ্চিত্র উত্সবে 'গোল্ডেন লায়ন'পুরস্কারে তিনি ভূষিত হন।তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ষাট।এবং তিনি উনচল্লিশ টি চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন । ১৯৯২সালের ২৩এপ্রিল সত্যজিত রায়ের প্রয়ান ঘটে।।

ড. বিদিশা ঘোষ দস্তিদার।
অধ্যক্ষ ,বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়।

শিল্পী: রিম্পা মন্ডল, ছাত্রী।

যুদ্ধ শেষে সেরে ওঠার লড়াই

এ - এক ভয়াবহ যুদ্ধ

যে যুদ্ধে লাগে না কোনো অস্ত্র ,

হয় না কোনো বোমা বিস্ফোরণ,

লাগে না কোনো সেনাবাহিনী ,

নেই কোন মানুষে মানুষে হানাহানি,

নেই কোনো হিংসা, নেই কোনো লাড়াই ,

এ- এক ভয়াবহ যুদ্ধ

যে যুদ্ধে মানুষের মৃত্যু মিছিলের হাহাকার.....

এ যুদ্ধ কেবলই মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই ,

হিংসা, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে বেঁচে থাকার লড়াই

আজ কেবলই

বেঁচে থাকার আর্তনাদ

পৃথিবী শুধু বাঁচতে চাই আর মৃত্যু চায়না।

যারা চলে গেছে ফিরবে না আর জানি,

কিন্তু আমার শহর!

কবে সেরা উঠবে

কবে শুনতে পাব সেই কোলাহল !

ফুচকা ওয়ালা, ঘুগনি ওয়ালা কবে ফিরবে তোমরা!

কবে ফিরে পাব সেই পুরোনো জীবন ,

অনেক তো হলো

এবার সেরে ওঠো শহর

সেরে ওঠো পৃথিবী নতুন। করে ।

নেহা দাস , ছাত্রী।

The New Normal

As I looked out my bedroom window just before going to bed, I found the window dark. I pondered over this rare phenomenon. The same thing happened the next night. This time I was a bit curious. The light from the window had kept me awake many a night. It always shone brightly all night. I wondered what had happened. During this time when we hardly ventured out, it was difficult to know what had actually happened.

The next morning my husband came home from the market and informed me that the lady opposite had passed away and her son had quietly performed her last rites so as to avoid any complications during the times of this pandemic. I wondered whether this was the new normal, whether not knowing what had happened to our neighbours was the new norm, whether this was what life would be like from now on, isolated cocoons with physical and social distancing escalating into mental distancing.

Mahua Basu
Associate Professor,
Department of Political Science,
Banipur Mahila Mahavidyalaya.

বৃদ্ধাশ্রম

-" না বাবু না আমি যাব না আমি ঘরের এক কোণে পড়ে থাকব,আমি যাব না। এই বুড়ো বয়সে শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কোথাও যাব না। "

-"কী যাবে না? যেতে তোমায় হবেই মা তুমি থাকলে যতো সব ঝামেলা। আমি তোমায় বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেব,আর ভালো লাগে না।" সন্ধ্যাবেলা ছেলে বিধবা মা কে পাঠিয়ে দিল বৃদ্ধাশ্রমে একপ্রকার তাড়িয়ে দেওয়াই বটে।এখন মুখার্জি পরিবারে চারজন সদস্য, বৃদ্ধার ছেলে শান্তিলাল, শান্তিলালের স্ত্রী ও দুই ছেলে। শান্তিলালের স্ত্রী মোটেই তাঁর মাকে পছন্দ করতেন না, তাই প্রায় জোর করেই মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো। সময়ের চাকা ক্রমশ এগিয়ে চলে, দেখতে দেখতে তিরিশ বছর কেটে যায়। এখন মুখার্জি পরিবারে সেই একই ঝামেলা। তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন তিন বছর আগে, ছেলেরা বিয়ে করেছেএবং তাঁর ছেলেরা আর বৌমারা তাঁকে সংসারের বাড়তি বোঝা ছাড়া কিছুই মনে করে না।ছেলেরা খুবই জেদি আর অহংকারী।তাঁকে এ সংসারের কেউই পছন্দ করে না। একদিন তাঁর ছেলে বলে,"বাবা, তোমার তো এখন বয়স হয়েছে আর কী করবে বলো এ সংসারে থেকে তার থেকে তুমি বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাও আর তোমার বৌমাদের পক্ষে নিজেদের কাজ সামলে তোমার দেখাশোনা করাটা অসম্ভব, একপ্রকার ঝামেলাই বটে।" শান্তিলালের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল একপ্রকার।

-"কী কী বললি আমি বোঝা এখন বোঝা বলে মনে হয় আমাকে?"শান্তিলাল স্তম্ভিত।তিরিশ বছর আগের সেই কথাগুলি তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে, সেদিন সে তাঁর মাকে এই একই কথা বলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে আজ বুঝতে পেরেছে সেদিনের মায়ের দুঃখটা।সে বুঝেছে আজ তাঁকেও এ বাড়ি ছাড়তে হবে, তাঁর শেষ ঠিকানা হবে বৃদ্ধাশ্রম....।

তনিমা রায়, ছাত্রী।

অর্পিতা কংসবণিক, ছাত্রী।

প্রিয়া দাস, ছাত্রী।

অগ্রগতির গতি

বহু শতাব্দী অতীত হল
ও-তবু ঘুমিয়ে ছিল---
আধো আলো আধো অন্ধকারে,
ওর জন্ম লগ্ন, বয়স
অথবা বাসস্থান নিয়ে
প্রশ্ন করেনি কেউ,
চলমান ছিল শুধু ইতিহাসের চাকা
চক্কর চক্কর চ-ক্ক-র।।
কাল-চক্রের আঘাতে
পৃথ্বীবক্ষ হল দীর্ণ,
ঘুম ভেঙে গেল ওর
সদ্য জাগ্রতের ক্রন্দন ধ্বনিতে
পূর্ণাঙ্গ হল
বিকশিত চিন্তার বীজ।
ধীরে ধীরে পাখা মেলল
কালো শকুনীরদল,
ইতিহাসের চাকা গেল ঘুরে
মৃত্যুর হাত ধরে
গেল চলে---আদিম সাম্যবাদ।
সদ্য জাগ্রতের
শিরায় শিরায় প্রবাহিত হল
রক্তিম চেতনা
কোষে কোষে গাঁটছড়া
হল শক্ত।
চলমান ছিল শুধু ইতিহাসের চাকা
চক্কর চক্কর চ-ক্ক-র।।

গর্ভবতীর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
জেগে উঠলো অত্যাধুনিক আধুনিকতা,
ওর গর্ভ ছিন্ন করে
বেরিয়ে এল—
স্বার্থপরতা, হিংসা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব
জন্ম নিল বিপ্লব সংগ্রাম,সৃষ্টি হল
মারণাস্ত্র টর্পেডো, ক্ষেপণাস্ত্র
আর সর্পিল অ্যাটোম বোম
ওর সন্তান সন্ততিরা,
উদ্দাম ওদের নৃত্যে
মৃত্যু হল মানবিকতার,
ওর মরণ কামনায়
সোচ্চার ছিল অসংখ্য জীবন।
ওর শক্তি ছিল অবিনশ্বর
বহু যুগ পরে জানা গেল
ওরই নাম বিজ্ঞান।
ওর করাল আঘাতে
রচিত হল জীবনের শবাধার
ইতিহাস তবু চলতে লাগল
চক্কর চক্কর চ-ক্ক-র। ।

----------x----------

নন্দিনী হালদার।
সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ।
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়।

দার্জিলিং-এর পথে

ভূমিকা:- শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন- " স্মৃতির সোয়েটার পরে নস্টালজিয়ার পথে আনাগোনা আমার বড়ো প্রিয়"। এই কথাটা আমার খুব প্রিয়। এই বছরের শুরুতে মন চেয়েছিল কোথাও একটা যেতে হবে। এবং ঠিক কিছুদিনের মধ্যে আমাদের কলেজ থেকে এক্সকার্শন যাওয়ার প্রসঙ্গ শুনতে পেলাম। কোথায় যে যাচ্ছি তা এখনও জানি না - সমুদ্রে বা অন্য কোথাও হবে? সমুদ্রের উত্তাল উদ্দামতা আমার ভালো লাগে ঠিকই , তবে পর্বতের নিঃসঙ্গ চূড়ার হাত ছানিও আমাকে খুব একটা কম উতলা করে না। ঘটনাচক্রে ঠিক হলো দার্জিলিং ভ্রমণ। কয়েক দিনের মধ্যে যাওয়ার দিনও ঠিক হয়ে গেল। এবং ক্রমশ সেই দিন এগিয়ে আসতে থাকল। আমরা সেই অনুযায়ী আমাদের বেডিং-পএ এবং প্রয়োজনীয় জিনিস গুছিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। তারপর যাওয়ার দিন সন্ধেবেলা কলকাতা থেকে কাঞ্চন কন্যা এক্সপ্রেস ধরে আমরা দার্জিলিং-এর জন্য রওনা দিলাম। পাহাড় ও চা বাগানে ঘেরা দার্জিলিং- এর হিম হাতছানি যেনো আমরাও এড়াতে পারলাম না।

গন্তব্যের পথে:- পরের দিন ট্রেন সকাল আটটায় শিলিগুড়িতে পৌঁছালো। চা আর সকালের খাবার খেয়ে আমরা সবাই গাড়িতে উঠলাম। পাহাড়ের অচেনা অজানা

জগৎ আমায় রোমাঞ্চিত করে। গাড়ি চলছে চড়াই- উতরাই পথ পেরিয়ে দুধারে পাইন, দেবদারু, ফার প্রভৃতি নানা গাছ সোজা হয়ে দাড়িয়ে। এই গাছ আমাদের সমতলের মতো নয়, ডালপালা ছড়িয়ে থাকে না, কাউকে আশ্রয় ও দেয় না। মনে হয় যেনো কোনো এক পুরনো কাল থেকে এরা অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহাড়কে রক্ষা করছে। পথে শুনলাম আগের দিন বৃষ্টি হয়েছে। গাছেরা বৃষ্টিস্নাত হয়ে সোনালী আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে বিপদকে অগ্রাহ্য করে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে। এই আঁকা বাঁকা পথে অন্য দিক থেকেও গাড়ি ছুটে আসছে, কোন ঘেষে দুজন দুজনের দূরত্ব বজায় রেখে পরস্পরকে অতিক্রম করছে। তবে এরই মাঝে পাহারের দুধারে নানা রঙ বেরঙের ফুল দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এবং সেই আঁকা বাঁকা পথের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা নদী, সেই নদীর সবুজ জল, মাঝে মাঝে কোথাও চড়া পরে সেখানে নুড়ি পাথর জমা হয়েছে। মনে মনে সেই অপরূপ প্রকৃতিকে আমি অভিবাদন জানালাম।

গন্তব্যে পৌঁছে:- আমরা দুপুর বারোটা নাগাদ গেস্টহাউসে পৌঁছে কিছু খেয়ে বেরিয়ে পরলাম। আঁকা বাঁকা পথ ধরে হাঁটছি। কিছু পাহাড়ি মানুষ মোঠ বয়ে আনছে, কেউ বা টুরিস্টদের মাল অভ্যস্ত হাতে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ি মানুষেরা অনেক বেশি পরিশ্রমী ও কর্মঠ। পাহাড়ি পথ বেয়ে যতো নামছি ততোই চোখে পড়ছে দুধারে ঢেউ খেলানো চা বাগান। এই ভাবে ম্যাল এ গিয়ে পৌঁছলাম এবং সেখানে কিছুটা সময় কাটালাম। ধীরে ধীরে গেস্টহাউসে ফেরার সময় পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যা নেমে আসছে। এবার দার্জিলিং শহরকে দেখলাম আরেক ভাবে। গেস্টহাউসে-এর বারান্দায় দাড়িয়ে মনে হলো অন্ধকারে পাহাড়ে পাহাড়ে কারা যেনো সন্ধ্যা দ্বীপ জালিয়েছে। সে অপূর্ব এক দৃশ্য। বিন্দু বিন্দু আলোকমালায় প্রদীপ্ত এক আশ্চর্য অন্ধকার।

পরের দিন ভোরবেলা আমরা টাইগার হিলে গিয়ে সূর্যদয় দেখলাম। এমন আশ্চর্য দৃশ্য যেন জন্ম জন্মান্তরে ও ভোলা যায় না। কাঞ্চন জঙ্ঘার ওপর সূর্যের সোনালী আলোর সোনার মুকুট যেনো আমার মনকে অভিভূত করে দিল। তারপর গেস্ট হাউস-এ ফিরে সকালের জল খাবার খেয়ে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি রওনা দেওয়ার উদ্দ্যেশে। এখন সেই মনোমুগ্ধকর স্থান থেকে বিদায় নেবার পালা। পথে নিরঝরণী খরস্রোতা তিস্তার জলধারার শব্দ শুনতে শুনতে নেমে এলাম শিলিগুড়ি। যদিও ফেরারি মনের আয়নায়, তখনও দার্জিলিং-এর টুকরো টুকরো ছবি ভাসছে।

পিয়ালী আইচ, ছাত্রী।

Hope

We shall adapt how to survive
Against "Covid - 19"
With awareness of immunity,
Social distance, health and hygiene.

We shall do everything
With proper protection
No compromise will there
Keep disciplinary perfection.

Political and social thinking
Will be modified globally
New thinking, terms and condition
Uplift the country economically.

We shall come back totally
In a good healthy position
Need hygienic consciousness
Which will save the nation.

— • —

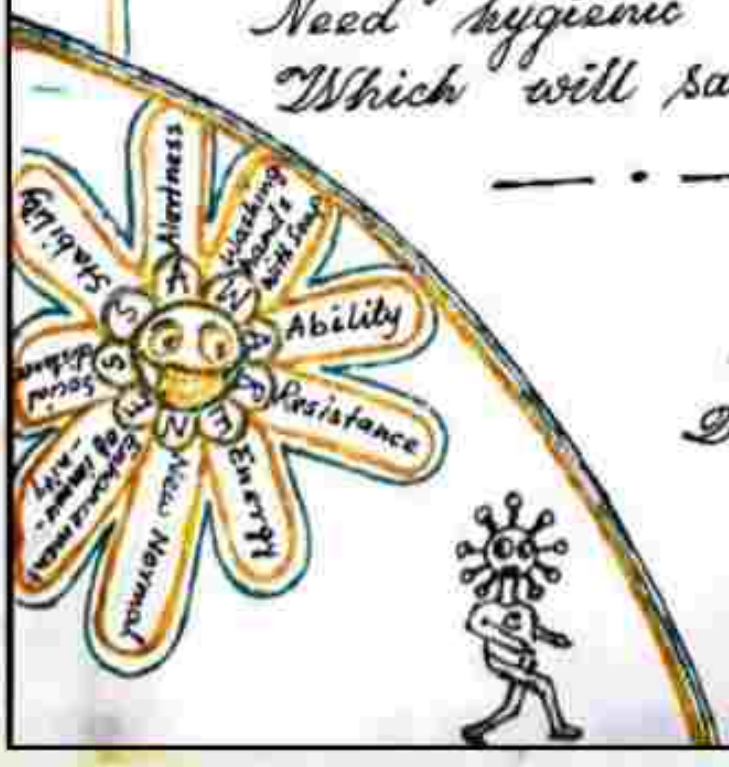

Jaspan Kumar Ghosh
Dept. of Anthropology

বিশ্বায়ন

জগৎটা আমার কাছে
এখন নরকের সমান,
যেখানে মানুষ আছে, মনুষ্যত্বের অভাব।
আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে লজ্জা-শরম, ভয়
আজকাল নাকি সব-ই হয়।
মানুষ শুধু পাহাড়-সমান পড়ছে বই,
ভদ্র সভ্য মানুষ এ সমাজে কই?
লোকেরে দুনিয়া দেয় না কোনো দাম,
বিশ্বায়ন কি এর-ই নাম?
দেশের সংস্কৃতি আজ আমাদের লাগছে বড় সেকেলে,
তাই বিদেশেরটা নকল করে একটু একেলে।
পড়াশোনা করছি একটু বিদেশ যাব বলে,
দেশটা আজ হয়েছে পর
ভাবি পলে পলে।
বিদেশের কাছে আমাদের দেশ হারিয়েছে আজ মান,
এ- ও কি বিশ্বায়নের দান?

সেরিনা খাতুন, ছাত্রী।

সৈনিক

আমাদের দেশে আম জনতার মধ্যে সুদীর্ঘকাল যাবত কয়েকটি ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে , যেমন - পুলিশ ঘুষখোর , ডাক্তার কসাই , নার্স ঘুম কাতর , ইত্যাদি । হ্যাঁ , একথা সত্য যে কোন ধারণা জনসমাজে একদিনেই বদ্ধমূল হয় না । যা রটে তার কিছু তো ঘটে একথা যেমন সত্য ঠিক তেমনি সত্য - যা রটে তার অনেক কিছুই ঘটে না । সে কারণে কোনো একক ব্যক্তির ত্রুটির দায় সেই পেশায় যুক্ত সকল ব্যক্তির কাঁধে না চাপিয়ে এবং সেই পেশাকে নিন্দা না করেও আমরা একটু ভিন্নভাবে একটু ভিন্ন দৃষ্টিতেও বিচার করতে পারি । ঘৃণা তো রোগকে করা উচিত রোগীকে নয় । বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে আজ পুলিশেরা যেভাবে ঘরে ঘরে খাদ্য সরবরাহ করে , রাস্তায় রাস্তায় নজরদারি করে এই ভয়াবহ রোগের বিস্তারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তা অভাবনীয় । কেবল লাঠির ভয় দেখিয়ে নয় পিতৃসুলভ স্নেহে পথে পথে গান গেয়েও তারা জনগণকে সচেতন করেছেন । একইভাবে ডাক্তার, নার্স এবং সাফাই কর্মীরাও আপন জীবন ও পরিবারের মায়া ত্যাগ করে বিগত কয়েক মাস যাবত দিবারাত্র যেভাবে কোভিড - ১৯ নামক মারণ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছেন তা বিশ্ববাসীকে একটি বার্তা পৌঁছে দেয় - ভারত অপরাজেয় । আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে সীমান্ত প্রহরী সৈনিকরা রয়েছেন জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে । আর জৈব অস্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রয়েছেন পুলিশ ,ডাক্তার ,নার্স, সাফাই কর্মী , রূপী , সৈনিকেরা । আজ ধর্ম বর্ণ অর্থ ভাষা ইত্যাদির তুচ্ছ ভেদাভেদ ভুলে দেশের প্রতিটি মানুষকে এক একজন সৈনিকের মতো শপথ গ্রহণ করতে হবে কোভিড - ১৯ এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ।

সুস্মিতা সমাদ্দার, ছাত্রী।

ঐন্দ্রিলা রায়, ছাত্রী।

ধ্বংস

স্মৃতিরা আজ বিগলিত
পাখিরা নীড়হারা
ভালোবাসা বঞ্চিত
প্রতিক্ষারা আজ অপেক্ষায়।
তুমি জান, কেন এমন হয়?

মেঘবালিকা দিশাহারা
বিহঙ্গরা সীমাছাড়া
বৃষ্টি আজ অবাধ্যতায়
বলছে আজ থামব কোথায়।
আমি আজ তাদেরই অপেক্ষায় -
তুমি জান, কেন এমন হয়?

ছেলেটি আজ ক্ষুধায় কাতর,
দুর্ভিক্ষ তার দোরগোড়ায়।
কালসীমানা পারি হয়ে আজ
সৃষ্টি খেলছে ধ্বংসলীলায়।
তুমি জান কেন এমন হয়?
জানি না কেন এমন হয়।

ডলি সেন।
অধ্যাপিকা,শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ।

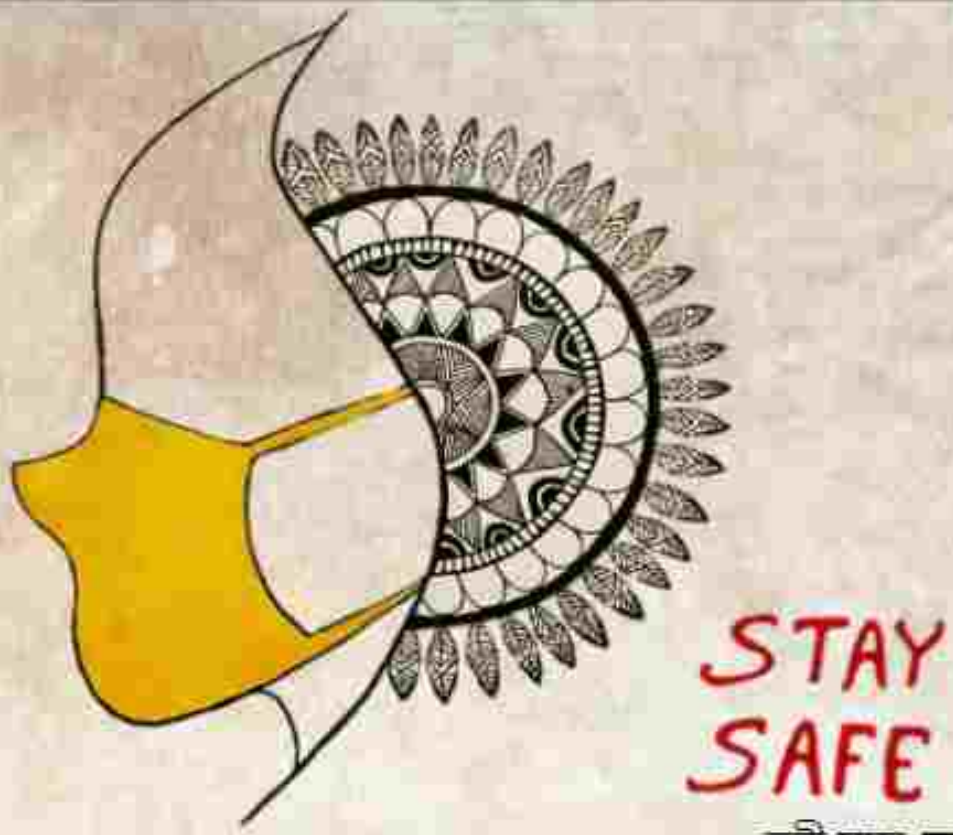

তন্বী সাহা, **ছাত্রী।**

Covid-19

রোজকার মতো সই হোস্টেল থেকে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে সামনের বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছাতে দেখলো এক অবাক কান্ড। একটাও লোক নেই রাস্তায় আর কোনো গাড়িও নেই বাস স্ট্যান্ডে। দু-একটা লোক যাদের চলা ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে তারা আবার এই এপ্রিলের গরমের মধ্যে মাস্ক পরে হাঁটাচলা করছে। কী করবে সে বুঝতে না পেরে নিজের হোস্টেলে ফিরে আসে । হোস্টেল টাও প্রায় নিস্তব্ধ এখন। গত কয়েকদিনের মধ্যে সবাই রুম ফাঁকা করে যে যার নিজের বাড়ি ফিরে গেছে। শুধু গোটা কয়েকটা বিহারী জুনিয়র বোনরা সেকেন্ড ফ্লোরে আছে এখনো। নিজের রুমে এসে ফ্যানটা চালিয়ে বসে জামা-কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সই ভাবনায় হারিয়ে গেল।

দিল্লি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী সইপত্রী। তার বাড়ি কলকাতায়। আসলে এই কদিন ধরেই দিল্লিতে শুধু দিল্লি না গোটা বিশ্বে Covid-19 নামক এক ভয়ঙ্কর প্রাণনাশী ভাইরাস আক্রমণ করেছে। তাই এখন ধীরে ধীরে সব স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সই প্রথমে ভেবেছিল যে আর কদিন দেখবে পরিস্থিতি ঠিক না হলে সেও বাড়ি ফিরে যাবে। বাড়িতে তার মা একা থাকেন। বাবা মারা গেছেন আজ ১০ বছর হলো। তখন সে ক্লাস সেভেনে পড়তো। সেই থেকে তার মা ই তাকে কষ্ট করে বড়ো করেছে। মা প্রায় প্রাইমারি স্কুলের

টিচার। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মা ওখানে একা থাকবে কীভাবে?

নাহ, আর না সে এবার বাড়ি ফিরবে। ফোনে চেক করে পরশুদিনের একটা কলকাতার ফ্লাইটে অনলাইন বুকিং করলো সে। রাতে খবরে দেখলো গোটা দেশে লক ডাউন জারি করা হয়েছে। সব দূরপাল্লার গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। সে দ্রুত নিজের ফোন চেক করে দেখলো তার বুকিং এর টাকা রিফান্ড চলে এসেছে। রাতের বেলা এসির মধ্যেও ভয়ে সে দর দর করে ঘামতে শুরু করলো। এখন উপায়? সে মাকে ফোন করলো। মাকে ফোন করেই হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলো। কাঁদতে কাঁদতে মাকে সব ঘটনা বললো। সব শুনে রীনা দেবী মেয়েকে স্নেহের সুরে শান্ত হতে বললেন।

তারপর তিনি বললেন, "দেখ মা। তুই যখন খুব ছোটো ছিলিস তখন থেকেই আমার ইচ্ছে ছিল আমার সই কারো উপরে নির্ভর করবে না। তুই নিজের একটা পরিচয় গড়ে তুলবি। আর তুই এত সব প্রফেশন থাকতেও ডাক্তারি টা বেছে নিলি। এই সময়ে কত মা তার ছোট্ট বাচ্চা হারাচ্ছে। কত মেয়ে তার মা কে হারাচ্ছে। আর এরকম অবস্থায় একমাত্র ডাক্তাররাই তো আছে যারা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও মানুষের সাহায্য করে যাচ্ছে। তুইও আর দু-তিন বছর পরে নিজে ডাক্তার হবি। আর তুই এইটুকুতে ঘাবড়ে যাচ্ছিস মা? তুই আমার চিন্তা একেবারেই করিস না। আমি নিজের খেয়াল রাখবো। তুই ওখানেই থাক সাবধানে। আর পড়াশুনোটা চালিয়ে যা নিজের মতো করে। আর মন খারাপ লাগলে আমাকে ভিডিও কল করে নিস।"

এই বলে রীনা দেবী ফোনটা কেটে দিলেন। আর সইও মায়ের কথা শুনে নিজের মনোবল ফিরে পেল। সত্যিই, মা এর মতো করে আর কেউ পাশে দাঁড়াতে পারে না।

টিনা দাস, ছাত্রী।

মুক্তধারা

পর্ব-২

সূচিপত্র

বাতাস: সৌমিলি দেবনাথ ১
সময়: রিয়া দাস ২
ভব চক্রে নির্বাণ লাভ: শংকর কুমার রায় ৪
নবরূপে পৃথিবী: শ্রাবন্তী রায়..... ৬
বৃষ্টিলেখার ডায়েরি: দেবযানী রায় ৭
পৃথিবী: পৃষিতা রায় ৯
বন্দিখাঁচা: সহেলি দে ১০
স্মৃতি: ডলি সেন ১১
বিষে বিষাক্ত বিশ: ফিরদৌসি খাতুন ১২
চৌ-রাস্তার মোড়ে: অনুপমা দাস ১৩

চিত্রসূচি

ঐন্দ্রিলা রায় ১
পায়েল দাস ২
বিক্রম ঘোষ ৩
সৌমিতা ঘোষ ৪
রাখি মন্ডল ৬
দেবলীনা চ্যাটার্জী ৭
তন্বী সাহা ৯
বর্ষা দাস ১০
অর্পিতা সাহা ১১
আয়েষা খাতুন ১২

বাতাস

ধূ ধূ করা দুপুরে
জ্বলন্ত মাঠে
বাতাস –একা
হন্যে হয়েছে অনাদরে...
আগুনের দাবদাহে
বৃষ্টির শীতলতায়
তেপান্তর পেরিয়ে
নিরন্তর বয়ে চলা ...
গ্রীষ্মের বিকেলে পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের মেঘ লুকিয়ে রাখে
আগুন
বাতাসের বুকে ঝড়ো হাওয়া!!

সৌমিলি দেবনাথ
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

ঐন্দ্রিলা রায়
ছাত্রী

পায়েল দাস
ছাত্রী

"সময়"

সময় সর্বদা নিজের স্রোতে বয়ে চলে। অনেকটা প্রবল স্রোতা নদীর মতো। সময়ের সাথে সব সময় তাল মিলিয়ে চলতে হয়। যারা না পারে সময়ের স্রোতে হয়তো বিলীন হয়ে যায়। সময়ের সাথেই বোঝা যায় প্রিয়জন আর প্রয়োজনের পার্থক্যটা। প্রিয়জনদের সাথে মিলেমিশে থাকতে থাকতে সময়ের হিসাব থাকে না। কিন্তু প্রিয়জনদের চেনা যায় সময়ের সাথে সাথে। ভালো সময়ে সবাই পাশে থাকে কিন্তু খারাপ সময়ে ক'জনই বা পাশে থাকে। খারাপ সময় আসে আবার চলেও যায়। কিন্তু প্রিয়জন আর প্রয়োজনের মধ্যে তফাৎটা বুঝিয়ে দিয়ে যায়। খারাপ সময়াকেও ধন্যবাদ। কারণ সেটা না থাকলে ভালো সময়ের আশা করা যেত না।

রিয়া দাস
ছাত্রী

বিক্রম ঘোষ
অধ্যাপক, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

সৌমিতা ঘোষ
অধ্যাপিকা, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

'ভব চক্রে নির্বাণ লাভ',

"নিদাগেতে দাগ লাগালিরে, হরি দয়াময়-
দুঃখ পশরা নয়নতারা, পশরা না যায় তোমায়"

মানুষের জীবন দুঃখময়-জরা-মরণ-কামনা-বাসনা থেকে দুঃখের উৎপত্তি। মায়াময় সংসারে ত্রিতাপ জ্বালায় পড়ে শুধু দুঃখই ভোগ করে। সংসারে যা অনিত্য তাকে সত্য বলে মনে করা, বাহ্যিক আনন্দে পরমাত্মাকে ভুলে থাকা, ক্ষণিকের সুখকে পরম সুখ মনে করে তার পিছনে ছুটে চলা জীবনের দুঃখের কারণ।

বিশ্বের কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়,। সব কিছুরই পরিবর্তন আছে- তেমনি দুঃখ নিবারণের ও উপায় আছে। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়াকেই বলে জীবনের নির্বাণ লাভ। সত্যের ধ্যানে বিভোর হয়ে-কাম- ক্রোধ মোহ জয় করে সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াকে গৌতমবুদ্ধ বলেছেন নির্বাণ। শুকনো কাঠ পুড়ে যেমন ছাই হয়, তেমনি জীবের লোভ-লালসা, কামনা বাসনা পুড়ে অন্তর শুদ্ধি হয়।

উপনিষদে বলা হয়েছে - "নির্বানং পরমং সুখন"

নির্বাণ হ পরম সুখের অবস্থা চিরন্তন আনন্দ , চিত্তের শান্তি । গুরু কৃপা- গুরুর দর্শন নির্বান লাভের একমাত্র পাথেয়।

"আমার মন চলযাই গুরু দরবারে
কেন সাধে সাধে সংসার মেদে
বন্দী রলি কারাগারে" ।(গীত)

অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখান যিনি তিনিই গুরু। গুরুর পথ, গুরুর বাণী, গুরুর মন্ত্র হল সরোবরের মতো নির্মল, ধূপের গন্ধের মতো পবিত্র , সূর্যের মতো শাশ্বত। জীব জগত মরণশীল - পচনশীল। একদিন এ সুখের দেহ , সুখের ঘর থাকবেনা জীবনের হাসি-খেলা শেষ করে জগৎ থেকে বিদায় নিতে হবে। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন- স্ত্রী পুত্র কেউ সেদিন সাথের সাথি হবেনা। এসেছি একা যেতে হবে একা। সেদিন ভব নদী পাড়ের জন্য পাথেয় করতে হবে গুরুকে।

"দু'দিনের মুসাফির ফিরে চলরে ঘর" । (গীত)

সৎ গুরুর পদপদ্মে নিজেকে সমর্পন করতে পারলে- ভব চক্রের ত্রিতাপ জ্বালা থাকে মুক্তি পাওয়া যায়। জীবের জীবনতরী পারের কাণ্ডারী- বংশীধারী- হরি দয়াময়কে নিজেকে অর্পণ করে নির্বান লাভ করা যায়।

"সমর্পিত দেহমম- আমিত্ব কি আর
আমিত্ব সমিত্ব তুমি সর্ব মুলাধার"। (গীত)

শংকর কুমার রায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

নবরূপে পৃথিবী

পৃথিবীটাকে আবার সাজাও
নবরূপে সমস্ত রং দিয়ে
মুছে ফেলো এ জীর্ণব্যথা আর
অন্ধকার কে।

ডেকে আনো হাজার বছরের শান্তি
জ্বালাও এক আশ্চর্য প্রদীপ
দেখ যেন তার নেভার কারণ
না হয় মানব জাতি

নিয়ে এসো মানবতার চাদর
ঢেকে দাও সমস্ত দুঃখকে
একদিন দেখবো এ পৃথিবী হয়েছে স্বর্গ
মুছে গেছে সমস্ত দুঃখ
দেখবো আবার নূতন আলো আসা
শান্তির এই পৃথিবী।

শ্রাবন্তী রায়
ছাত্রী

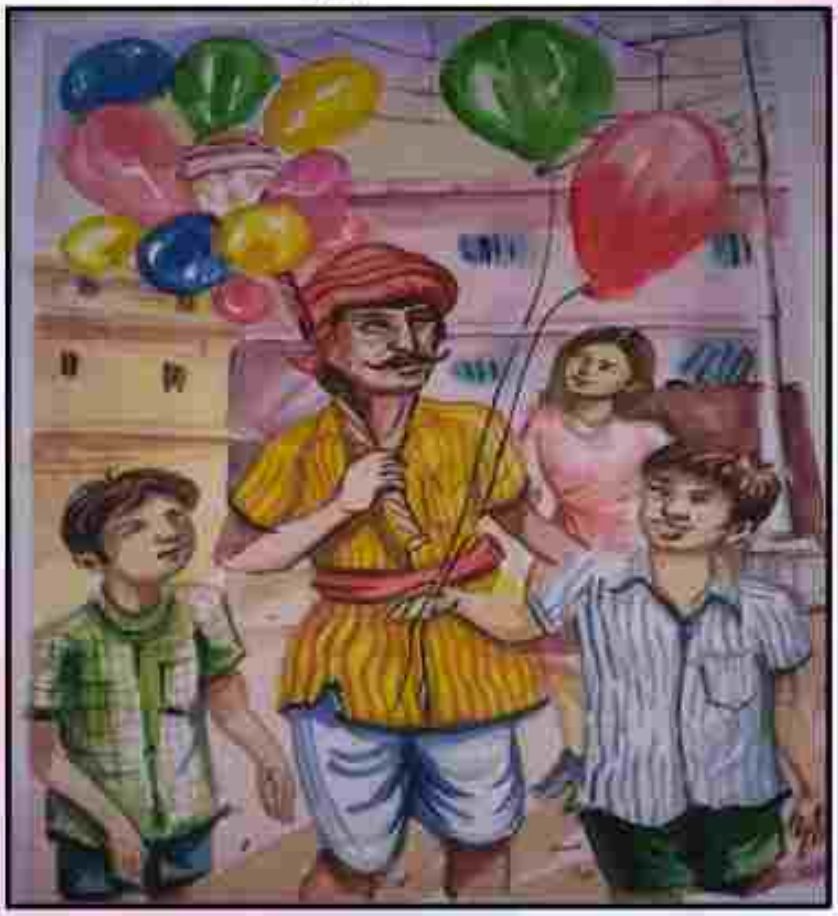

রাখি মন্ডল
ছাত্রী

দেবলীনা চ্যাটার্জী
অধ্যাপিকা, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

বৃষ্টিলেখার ডায়েরি

আজ সকাল থেকে অবিরত ধারায় বৃষ্টি হয়েই চলেছে। জানালার ধারে বসে বৃষ্টি দেখছিলাম। হঠাৎ করে চোখ গেল, রাস্তার পাড়ের দোকানটিতে। দুজন লোক দাঁড়িয়ে, পাশে একটা ভিখারী নিজের বোঁচকা নিয়ে শুয়ে আছে। লক্ষ্য করলাম একজন সাধারণ জামা প্যান্ট পরা লোক, লোকটার হাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ যাতে কিছু কিছু জায়গায় ছেঁড়া, আর একজন লোক অফিস স্যুট পড়া হাতে অফিস ব্যাগ।

একটু বৃষ্টি কমতেই অফিস স্যুট পড়া লোকটা একটা ছাতা বার করল,ছাতাটা খুলে যেই বেরোতে যাবে তখনই অপরলোকটা হাত জোর করে বলে উঠল, 'দাদা, সামনেই সরকারি হাসপাতাল আমার ছেলে ভর্তি আছে এই ৩ দিন ধরে। আমি এই ব্যাগে করে ওর চারটে জামা প্যান্ট আর খাবার নিয়ে যাচ্ছি।

আপনি একটু আমাকে পৌঁছে দেবেন। এই ১৫ মিনিটের পথ। আসলে আমি তাড়াহুড়োতে ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি। এই বৃষ্টিতে বেরোলে জামা প্যান্টগুলো ভিজে যাবে আর পাউরুটিটাও ভিজে যাবে। তাহলে ওর আর খাওয়া হবে না। ওর হয়তো খিদে পেয়ে গেছে এতক্ষণে।' আমার কানে হালকা হালকা কথাগুলো ভেসে আসছিল।

অফিস স্যুট পরা লোকটা দাঁড়িয়ে কথাগুলো শুনে কিছু না বলেই হন্তদন্ত হয়ে হসপিটালের অপরদিকের রাস্তা ধরে হেঁটে চলে গেল। পাশে শুয়ে থাকা ভিখারীটা তার সব কথাগুলোশুনেছিল। দেখলাম, সে বোঁচকা থেকে একটা প্লাস্টিক বারকরে, লোকটাকে দিল। লোকটা জামাকাপড়ের ব্যাগটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে ভালো করে ভরে নিল, যাতে না ভেজে। ব্যাগের মুখটা হাত দিয়ে মুঠো করে ধরে মাথার উপর নিয়ে জোরে জোরে হাঁটতে শুরু করল হসপিটালের দিকে। আমি সব কিছু দেখে মনে মনে বলে উঠলাম,' যার কিছু নেই, তার মনটা বড়োও হয়। তেমনি যার সব আছে তার মনও ছোটো হয়।' মনই পারে কিছু না থাকতেও একজনকে বড়ো করতে।

দেবযানী রায়
ছাত্রী

পৃথিবী

হে পৃথিবী
মানুষ বলছে তোমায়
সুস্থ হও তুমি
সব দুর্যোগকে থামিয়ে দিয়ে
হে পৃথিবী
মানুষ আরো বলছে আজ
দাওজল,দাওপ্রাণ,দাওআলো
হে পৃথিবী
ভারত মাতা বলছে তোমায়
তাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে যে
তুমি সুস্থ হয়ে ফিরবে নিশ্চয়
এই করোনার প্রকোপ থেকে
এক দিন—
সেদিন মানুষ
বলবে চিৎকার করে
জেগেছে পৃথিবীসব ঝড় কে থামিয়ে।।

পৃষিতা রায়
ছাত্রী

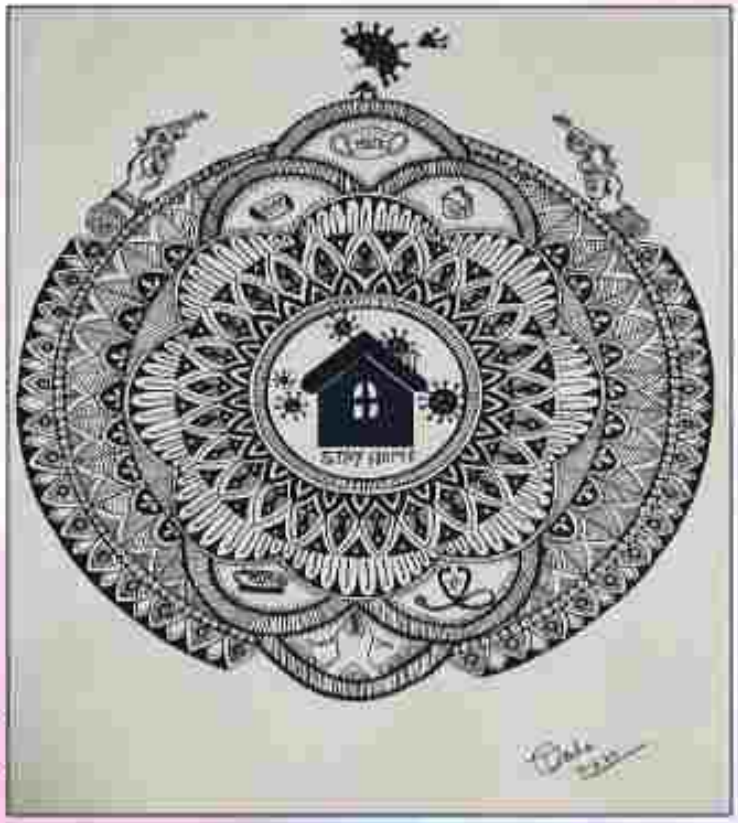

তন্বী সাহা
ছাত্রী

বন্দিখাঁচা

বর্ষা দাস
ছাত্রী

খাঁচার ভিতর পাখি যখন
বন্দি থেকে যায়
অবুঝ পথে তারা
তখন আপন করে নেয়।
বন্দি থাকার কষ্ট তারাই বুঝতে পায়।
মানুষ কি বুঝতে পারছে
বন্দি থাকার মর্ম ।
না কি তারা এখন করে
অবুঝ পথে কর্ম।
নীল আকাশে সকাল হলে
ঝলমলে সব আলো
মানুষ কি চলতে পাচ্ছে
আগের মতো ভালো।
রাত হলে আকাশ আবার
করে দেয় কালো।
খাঁচার ভিতর মানুষ জন
বন্দি হয়ে গেছে।
বন্দি থাকার কষ্ট তারা।
এখন বুঝে গেছে

সহেলি দে
ছাত্রী

স্মৃতি

স্মৃতির নীল পাল তুলে আজ
ভাসছে মেঘের ভেলা,
বেরঙিন এই জীবন পথে
স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলা।

তারই মাঝে দাঁড়িয়ে আজ
হাতড়ে বেড়াই সেই স্মৃতি,
যে স্মৃতিতে মন মাতালো
গন্ধ সারাবেলা।

রঙিন রঙিন স্মৃতি শুধু
জীবনের এই রঙিন পাতায়,
স্মৃতি আবার বেরঙিনও
নীরবে নিভৃতে জীবন খাতায়।

স্মৃতি নিয়ে বাঁচবে জীবন
শুধু সেই স্মৃতির ছোঁয়ায়
যে স্মৃতিতে সুখপাখি তার
কাছে কম্বা সুখের নেশায়।

ডলি সেন
অধ্যাপিকা, শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

অর্পিতা সাহা
ছাত্রী

বিষে বিষাক্ত বিশ

আয়েষা খাতুন
ছাত্রী

এসেছিল নতুন বছর দুই হাজার কুড়ি
উৎসবে মেতেছিল আজকালকার তরুণ-তরুণী।
সবার ভিতর নতুন বছরে নতুন ভাবনা
সবাই যেন দেখছিল নতুন স্বপ্নের আয়না।
পার হলো মাস, দুই আসলো যেন এক আতঙ্ক
হঠাৎ করে উঠলো ঝড় সমাজ হলো আক্রান্ত।
চারিদিকে শুধু হাহাকার মহামারী আর মহামারী,
এই পৃথিবী থেকে নিচ্ছে কেরে অনেক নরনারী।
বন্ধ হল সবকিছুই, বন্ধ হলো মানুষের ভিড়
কি যেন একটা হয়ে গেল এই পৃথিবীর।
তবুও হাল ছাড়েনি পৃথিবীর মানুষ, কিছু যেন চায়, সবার ভিতর
আশার আলো উঁকি দিয়ে যায়।
বদলে যাবে সব কিছুই এই আশাতে রয়,
স্বপ্ন দেখে একটা মুক্ত ভোরের জয়।

ফিরদৌসি খাতুন
ছাত্রী

চৌ-রাস্তার মোড়ে

কোন চৌরাস্তার মোড় দিয়ে,
ভিজে চুল শুকোতে শুকোতে
দোদুল্যমান গতিতে হেঁটে যাচ্ছিল মেয়েটা,
এই দেখাই তার শেষ দেখা নয়তো...?
হঠাৎ করে চোখ ফেরালো মেয়েটা,
সামনের রাস্তায় তখন প্রচন্ড ভিড়,
লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা,
সেইসব নরপিচাশদের ভিড়।
ভিড়ের মাঝে ব্লাউজের নির্জনে ,
রক্তপান করে রক্ষণশীল।
পিছন থেকে জোর করে জাপটে ধরে শক্ত হাতে।
সভ্য শকুনের ভিড় এড়িয়ে ,
বারবার ঠোঁট মোছে মেয়েটা।
মাঝ রাতে একা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ,
গা ঘিনঘিনে মুখের গন্ধ মাখা
বিধ্বস্ত ক্লান্ত শরীর নিয়ে ,
বাড়ি ফিরে আসে সেই মেয়েটা।
আর এক অবাধ্য দিনে ,
সেই চৌরাস্তার মোড় দিয়ে ,
ভিজে চুল শুকোতে শুকোতে
ফিকে হাসি ছোড়ে , সেই সভ্য শকুনদের মাঝে ,
থুতু মাখা ভিড়ে ঠাসা,
চৌ-রাস্তার মোড়ে....।।

অনুপমা দাস
ছাত্রী

মুক্তধারা

পর্ব - ৩

সূচিপত্র

THE WHITE DESERT
NUBRA VALLEY, : অমৃতা রায় চৌধুরী..... ১-২

লড়ছে মানুষ : টিনা মজুমদার..... ৩

অন্তিম কামনা : সাবিকুন নাহার..... ৪

মা আর উঠবে না : প্রিয়া সাহা..... ৫

মাশুল : মৌসুমী প্রামাণিক..... ৬

জীবনযুদ্ধ : অয়ন্তিকা মিত্র..... ৭-৮

আর দেরী নয় : বাণী পাল..... ৯

বৃষ্টির রাত : টিনা মজুমদার ৯

প্রেম ৩ : গোপা মিত্র..... ১০

উপসংহার : সহেলী সাধু..... ১১

চিত্রসূচি

অমৃতা রায় চৌধুরী..... ১-২

রিয়া বিশ্বাস..... ৩

প্রিয়া দাস ৪

রাখী মন্ডল..... ৫

তন্বী সাহা..... ৫

অঙ্কিতা মুখার্জী..... ৬

জয়িতা সিংহ..... ১২

Captuerd by

Amrita Roy Chowdhury

THE WHITE DESERT
NUBRA VALLEY

The typical Himalayan landscapes bear the images of snow capped mountains, Mountain Rivers, grand valleys with pine, bitch, and spruce trees. At the time of creating the Hunder Nubra valley, Mother Nature wanted to add some new elements into her creation; she added a desert with some two humped camels in the painting. This is a white sand desert with a rivulet by the side and surrounded by the snow capped mountain ranges. Tibetan name "Ldmura" means "the valley of flowers".

Nubra is a tri-armed valley located at the North East of Ladakh valley. In the term of geography, Nubra is a high altitude cold desert with rare precipitation and scant vegetation except along river beds. The Syok (pronounced Shayok) River, a tributary of Indus River meets the Nubra or Siachen River to form a large valley that separates the Ladakh and Karakoram ranges. Siachen glacier lies in the north and the Sasser Pass and Karakoram Pass lies to the North West

Captuerd by
Amrita Roy Chowdhury

The average altitude of the valley is about 10,000 ft. that is 3,048 meters above from the sea level and situated about 150 km away from Leh. To reach Nubra Valley you have to cross the Khardung La Pass, the world's highest motorable road. In 2008 an alternative road opened which crosses the Wari La from Sakti to the east of Khardung La. Capital of Nubra is Diskit. Between Hunder and Diskit lies several kilometers of sand dunes and two humped (Bactrian) camels graze in the neighbouring forests. The temperature of Nubra valley in Dec- Jan is minimum near about -10° to -12° C and maximum in June to Sep 15° to 20°C.

Amrita Roy Chowdhury
Professor ,Department of Geography
Banipur Mahila Mahavidyalaya

রিয়া বিশ্বাস
ছাত্রী

লড়ছে মানুষ

যুদ্ধবাজ নেতাদের মগজে বইছে শান্তির সুবাতাস
প্রতিপক্ষকে ঘায়েল নয়,
বিশ্বকে বাঁচাতে লড়ছে ক্ষমতাসীনরা।

মরণাস্ত্রের টাকায় অসহায়ের জন্য কেনা হচ্ছে খাদ্য
মানুষকে বাঁচাতে মানুষই লড়ছে।
ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও, ট্রায়াল ভ্যাকসিন নিচ্ছে হাসিমুখে
একসাথে ঘরে থাকছে, একসাথে লড়ছে।

মানুষ দাঁড়িয়েছে মানুষের জন্য, প্রানীর জন্য
ব্যক্তিগত ভান্ডার উজার করছে সম্মিলিত প্রয়োজনে।

কিছু লুটেরা কীট খড়কুটো চুরি করে
ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে জায়গা করে নিচ্ছে।
নিশ্চিত জানি করোনার ক্রান্তিকাল কেটেগেলে
তারা নিক্ষিপ্ত হবে আস্তাকুড়ে।

টিনা মজুমদার
ছাত্রী

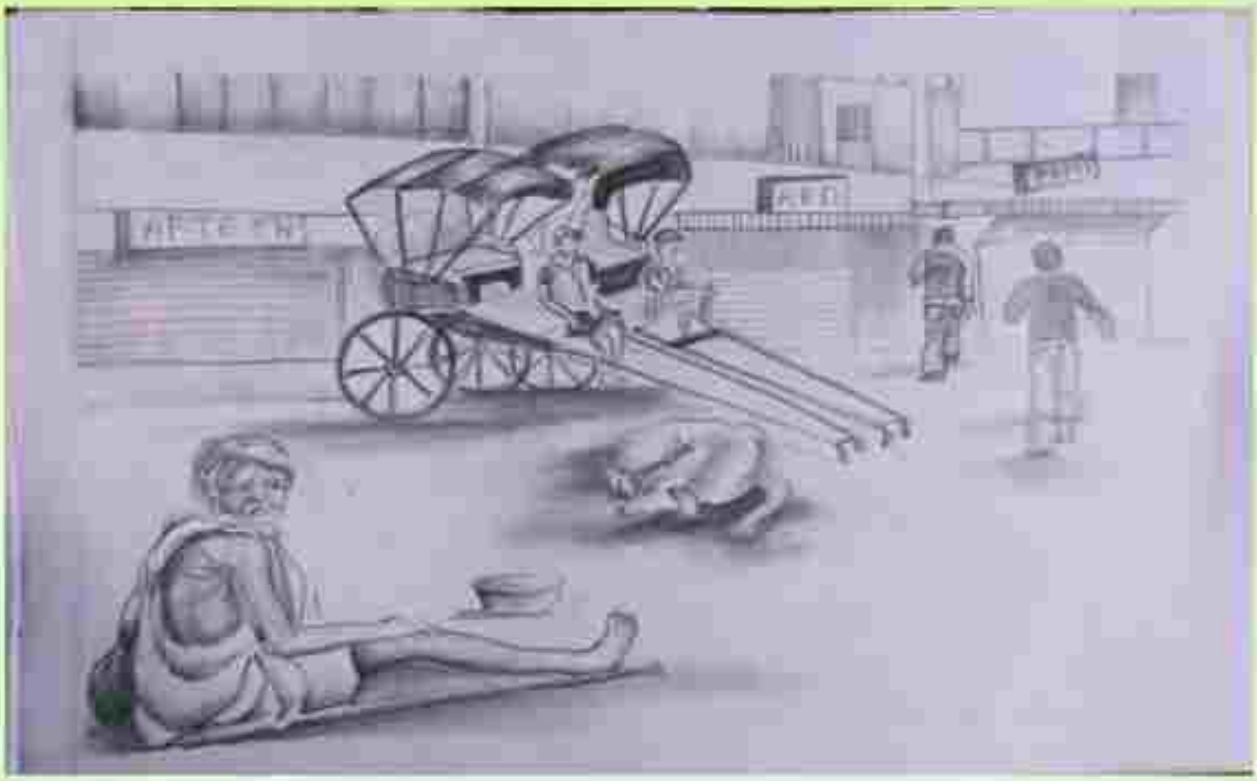

প্রিয়া দাস
ছাত্রী

অন্তিম কামনা - শেষ ইচ্ছা

কি কুলগ্নে জন্ম মোর অবনী পরে,
অনটন নিত্য মোর সদাসঙ্গী করে।
অনটনে আশা তাই সদাই কুফল,
মানব জনম মোর এমনই বিফল।
ক্ষুধার তাড়নে যবে ইতস্তত ঘুরি,
বিধাতার প্রতি যথা বিধি নাহি স্মরি।
দিশিনিশি কাটে মোর চিন্তা- জাগরণে,
কি হিসাব দিব ওই পরকাল গমনে?
করুণাময় হে। করুণার অবতার ;
তোমা বিনা বিশ্ব মোর ঘোর অন্ধকার।
বিধাতার প্রতি মোর কাতর আকৃতি —
সমুদয় ত্যজনে দাও মোরে নিষ্কৃতি।
ওহে করুণাময় কৃপা করহে মোরে,
পাপতাপ যত মোর ক্ষম নির্বিচারে।

সাবিকুন নাহার
ছাত্রী

মা আর উঠবে না।

মা গো তুমি রাগ করোনা।
পায়নি আমার খিদে।
দেখলে তুমি কাটিয়ে দিলাম।
এই বছরে ঈদে
বলবো না আর পারছিনা গো মা। হাঁটতে
হাঁটতে ব্যাথা পা।

তেষ্টা পেলে ও জলে বোতল চাইবো না আর
মা।
এই দেখ মা কেন এসেছে। বলছে এবার
বাড়ি যেতে।
এবার তো মা উঠেই পড়ো। আর করো
না আড়ি। মা গো তোমার কত ডাকি।
দেও না কেন সাড়া।
কখন থেকে দিচ্ছি।
তোমার হাত নাড়া।
তুমি কি আর উঠবে না মা ভারত মাতার মতো

তন্বী সাহা
ছাত্রী

প্রিয়া সাহা
ছাত্রী

রাখী মন্ডল
ছাত্রী

অঙ্কিতা মুখার্জী
ছাত্রী

মাশুল

অজান্তে করা ভুলের মাশুলে,
আজ বিশ্বে এনেছে,
সংকটের বাতাবরণ।
এটাই বুঝি নিয়তি।

পরিবেশ দিনে দিনে, হারাচ্ছে ভারসাম্য।
ভয়ংকর মৃত্যুর কোলে, আশ্রয় নিচ্ছে প্রতি
মুহূর্তে,
কত অসহায় মানুষ।

বাস্তব থেকে মুখ লুকিয়ে চলি আমরা। তাই বুঝি
এ এক ভাগ্যের উপহাস।

মৌসুমী প্রামাণিক
ছাত্রী

জীবন যুদ্ধ

সবুজে ঘেরা শস্য শ্যামল আমাদের দেশ ।
প্রকৃতির এই রূপের কাছে হারে বিদেশ ।

মানুষে মানুষে মিলনক্ষেত্র এই ধরণী
আমরা গর্বিত ভারতবর্ষ
আমাদের জন্মভূমি ।

হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, সব ছিল একজাতি , হঠাৎ এই একতাকে কাটতে এল করোনা ভাইরাস , আমফান ঝড় রাতারাতি ।

ভাইরাস আর ঝড় একসাথে দল বেঁধে মানুষকে ঠেলে দিল সর্বনাশের পথে ।

ভাইরাস এক অদৃশ্য শক্তি
চোখে দেখা যায় না , সরকার তাই নির্দেশ দিল
সাবান , দিয়ে হাত ধুলে নাকি ভাইরাস তাকে ছোঁয় না ।

স্যানিটাইজার করতে হবে সবাইকে ব্যবহার , মাস্ক মুখে থাকাটা খুব জরুরি দরকার ।

এ সবি আজ বাজারে আকাশ ছোঁয়া দাম এই সুযোগে মানুষকে শুষে মহাজনরা হল বলীয়ান ।

থাকতে হবে ঘরবন্দী এটাই আদেশ , দুর্ভিক্ষের অন্ধকারে তাই ছেয়ে গেল গোটাদেশ ।
কাজ হারিয়ে মানবজাতি আজ সর্বশান্ত , দু- মুঠো ভাতের আশায় সবাই আজ ক্লান্ত ।

সুরকারের গলা থেকে বেরোচ্ছে না সুর
কবির কলম আজ স্থগিত, লেখা তো দূর।

মায়ের বুক থেকে সন্তানকে ছিনিয়ে নিল যে মরণ ভাইরাস
সেই শিশুরা চিৎকার করে শপথ নিল আজ

আমরা ভারতের সন্তান আমরা যোদ্ধা
মৃত্যুবাণকে বুকে নিয়ে লড়াই করবো এ আমাদের প্রতিজ্ঞা।

একতাকে সঙ্গী করে রক্ত দিয়ে দেশকে করেছিলাম স্বাধীন, মরণ ভাইরাসের শৃঙ্খলে আমরা কিছুতেই থাকবো না পরাধীন।

অবশেষে চলে এলো সেই লড়াই এর দিন
জেলায় জেলায় আছড়ে পড়লো আমফান ঝড় (২০২০ ; ২০ মে) সেই দিন,

গাছে চাপা পড়লো হাজার মানুষের ঘর
সে দিনও মানুষ মানুষের জীবন বাঁচাতে ছিলো তৎপর।

ধসের মতো ভাঙতে লাগলো কাঁচা- পাকা বাড়ি, ঝড়ের যেন প্রতিজ্ঞা ছিল প্রকৃতিকে নিশ্চিহ্ন করে যেন ছাড়ি।

প্রকৃতি ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তাঁর ছিল যতক্ষণ প্রাণ, জীবন দিয়ে বাঁচিয়ে দিল আমাদের সবার প্রাণ।

প্রতিটি গাছ আজ বিকলাঙ্গ তাঁর শিকড় গিয়েছে উপড়ে, তাই প্রকৃতি কাঁদে ডুকরে ডুকরে

অক্সিজেনের ভাগ কমে গেলে আমরা কেও বাঁচবো না,
তাই সবাই মিলে শতসঙ্কটেও বৃক্ষরোপণ কেউ থামাব না।

আমাদের হবে একটাই লড়াই একটাই বারতা
দিজেন্দ্রলাল রায়- এর ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা কালজয়ী সংগীতের মতো

এই জীবন যুদ্ধে সবাই যদি আমরা সৈনিক হতে পারি হারিয়ে দেব যতই আসুক ভাইরাস, মহামারী।

অয়ন্তিকা মৈত্র
ছাত্রী

আর দেরি নয়

আমাদের দেখি দিনক্ষণ খুব ছোট,
সাদা হয়ে আছে দুরের আকাশ খানি।
কেন যে অমন বন্ধন ফেলে রেখে
কত গুলো চোখ অকারনে সন্ধানী।
তাদের এমন পরশ্রী কাতরতা
কার কী বা যায় আসে এমন কৌতুহলে
ঢেউ উঠবে না সমুদ্রে কোন ওদিন
মাটি জাগবে না উত্থিত কোন ও স্থলে।
এরা এই সব কক্ষনও জানবে না

আমি জানি আর দেরি সম্ভব নয়
এবার আমাকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে।

বাণী পাল
ছাত্রী

বৃষ্টির রাত

বৃষ্টির রাত,জানলায় হাত,
শব্দের কোলাহল গাছের পাতায়।
কফির কাপ, চশমায় ছাপ,
কবিতা ঝরে ডায়েরির পাতায়।
হাওয়া আনমনা, শব্দ হাতেগোনা,
সোঁদা মাটি গন্ধ ছড়ায়।
চোখে জলছবি, বেনামী কবি, শব্দের আড়ালে আবেগ লুকায়।
বেখেয়ালে রোজ, শব্দ নিখোঁজ,
ভাঙা মন অনুভূতি সাজায়।
রাত্রির শেষ ঘুমের দেশ,
শেষের কবিতা শব্দের অপেক্ষায়।

টিনা মজুমদার।
ছাত্রী

প্রেম ৩

সৃষ্টিহীন অলস এক দুপুরেতুমি এলে পায়ে পায়ে,ছন্দহীন
জীবনের পাতায় পড়লএক বিন্দু শিশিরের জল।হাওয়ায়
আমার চুল ওড়েআমার গায়ের গন্ধ ওড়েবৈশাখের ঝড়ো
পাতার মতো,জীবন উড়ে যায় বহুদূর-চিহ্ন রেখে যায় পায়ে
পায়েসমুদ্রের ঢেউ এর মতো জীবন আসে যায়।
আমার শরীর দিয়ে চুইয়ে পড়ে ভালোবাসার জল।
তুমি স্নান করে তাতে।

গোপা মিত্র

অধ্যাপিকা,সমাজতত্ত্ব বিভাগ

বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়

উপসংহার

মানুষ আজ বিপর্যয়ের নিজ দোষে,
পরিবেশে বেড়েছে অক্সিজেনের অভাব
তবুও বদলাবে না মানুষ, মানুষের স্বভাব।
গাছ লাগিয়ে তাকে আবার উপরে ফেলবে,
তবে কিভাবে পরিবেশের খরা দূর হবে?
জনসংকট দূর হবে লাগালে নতুন প্রাণ,
একদিন নয় প্রতিদিন হোক
গাছেদের জয়গান।
ময়দানও কি ভিজছে একা, ভিজছে গাছের সারি?
ঝিমঝিমি বৃষ্টি নিয়ে কোথায় ঘোড়ার গাড়ি?
ফুটবল পায়ে আসছে নাকি ছেলের দল আর?
ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান, হোকনা আবার চিৎকার।
কলেজ পাড়ায় বইয়ের মেলা রোজ কি সাজে?
কফি হাউসের আড্ডার সাথে গিটার কি আর বাজে?
একলা পথ আজ ঝরা পাতার শব্দ শোনে,
এমন শহর চায়না কেউ, ওঠো তুমি সেরে ;
জ্বর কমলে দেখতে যাব তোমায় নতুন ভোরে।
আবার আমি হাটতে চাই নিয়ে বুক ভরা বায়ু
মানুষ তুমি নিজ দোষে খোয়াও কেন আয়ু।
মানুষ তুমি এত হিংস্র নেই কি প্রাণের দাম?
ধরণী মাতা এবার ক্ষুব্ধ মিটিয়ে দিতে চায় তোমার নাম
মানুষ তুমি এবার বোঝো, নেও নিজেকে শুধরে
জেগে ওঠো সবাই মিলে আলো ফোটাও নতুন ভোরে
থাকবে নাকো দ্বন্দ্ব-বিবাদ, থাকবে নাকো দূষণ
অনেক হয়েছে আর নয়, এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ভাষণ
ফিরে পেতে চাই সেই সকাল যেখানে পাখি ডাকে,
আবার আমি দেখতে চাই সেই প্রকৃতি মাকে।
দেশ-বিদেশে সীমানা ঘেরাটোপ সব করে দাও লীন,
মানুষে মানুষে বিবাদ নেই দেখতে চাই সেই দিন।
একসাথে রইব মোরা মানব আর প্রকৃতি ফিরে যাব সেই অতীতে,
মানুষ তুমি মিছেই গর্ব করো তোমার আমার এ ক্ষতিতে।
চলো সবাই মিলে ত্যাগ করি আমাদের এই আচার-ব্যবহার,
নইলে তোমরা মনে রেখো এটাই মানবজাতির উপসংহার।।

সহেলী সাধু
ছাত্রী

ধন্যবাদ

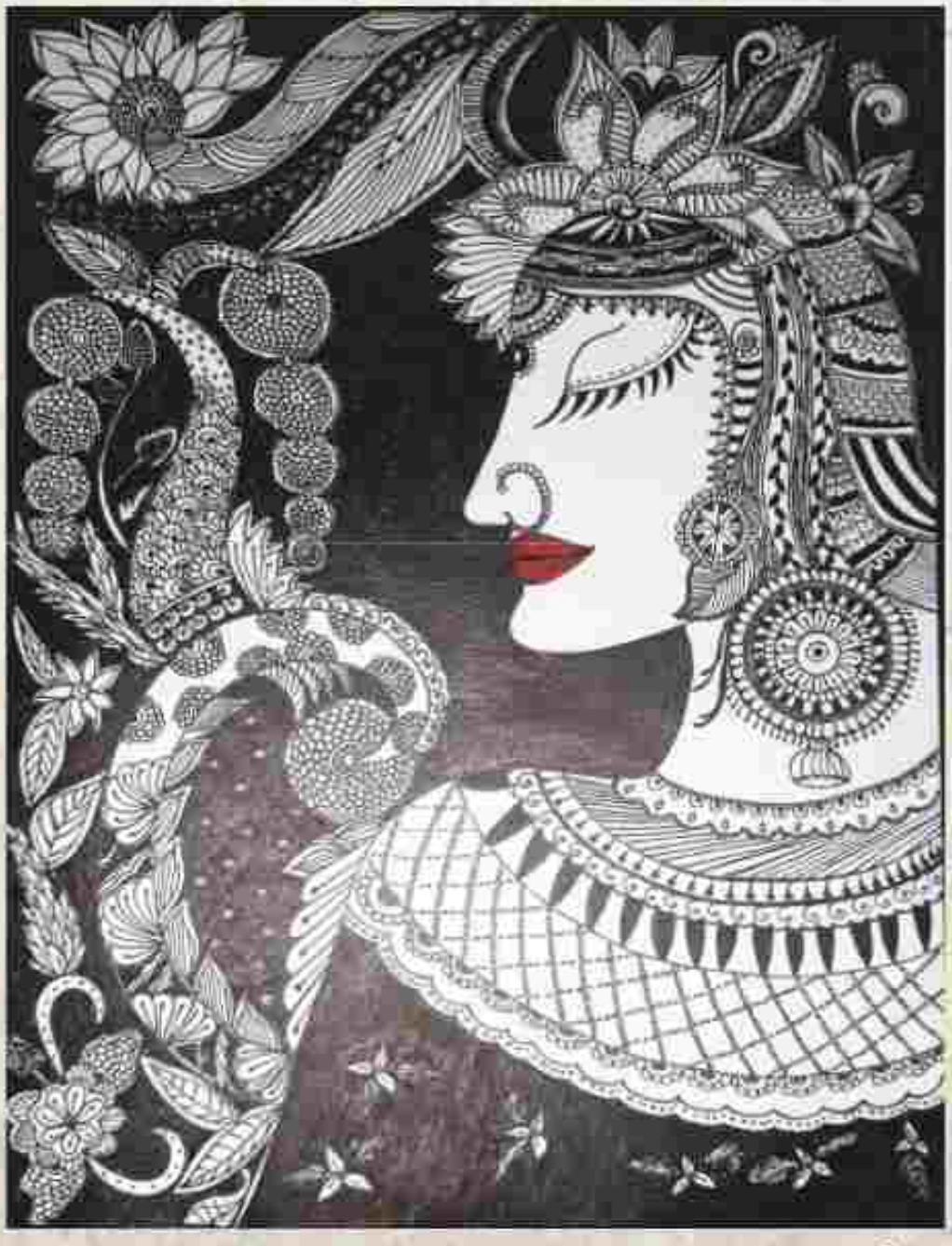

জয়িতা সিংহ,
অধ্যাপিকা
নৃতত্ত্ববিদ্যা বিভাগ
বাণীপুর মহিলা মহাবিদ্যালয়